তারিখ : 14 SEP 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক আমাদেরসময়

একাদশ শ্রেণির ভর্তিযুদ্ধের পর শিক্ষার্থী শূন্যতা

# বাতিল হতে পারে নামসর্বস্ব কলেজের অনুমোদন

এম এইচ রবিন ●

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নিয়মিত যুদ্ধ শুরু হয় একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি নিয়ে। কাঙ্ক্ষিত কলেজে ভর্তির জন্য নির্ঘুম রাত কাটে শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের। এই ভর্তিযুদ্ধের পরও দেখা যায় কতিপয় কলেজে শিক্ষার্থীশূন্যতা। কোথাও কোথাও অনুমোদিত আসনের বিপরীতে পঞ্চাশ শতাংশ শিক্ষার্থীও ভর্তি না-হওয়ার চিত্র দেখা যায়।

প্রশ্ন উঠেছে, শহরের অলিগলিতে গড়ে ওঠা নামসর্বস্ব কলেজের অনুমোদন নিয়ে। একই পাড়া-মহল্লায় একাধিক কলেজের অনুমোদন নিয়ে ঝোলানো হয়েছে কলেজের সাইনবোর্ড। অথচ একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি নিতে পেরেছে কোনোটিতে ৫ জন, কোনোটিতে ১০ জন। অনেকগুলোয় একেবারে শূন্য আসন।

জানা গেছে, এসব কলেজ অর্থকড়ি আর পেশিশক্তি এমনকি রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে অনুমোদন পেয়ে যায় বোর্ডের। শিক্ষার্থী ভর্তিতে কেন এই দুরবস্থা তা নিয়ে কাজ করছে শিক্ষা প্রশাসন। কলেজ পরিচালনার জন্য ন্যূনতমসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি না হওয়ায় বাতিল হতে পারে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা অনেক কলেজ। এগুলোর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে– সেই মতামত চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নথি পাঠিয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড।

আমাদের সময়ের অনুসন্ধানে জানা গেছে, রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩০০টি আসনে

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

## বাতিল হতে পারে নামসর্বস্ব

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ভর্তি হয়েছে মাত্র ২৭ জন। শূন্য আসন ২৭৩। গুলশান পাবলিক কলেজে ৩০০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ২৭ জন। ২৭৩টি আসন শূন্য। ঢাকা সেন্ট্রাল কলেজে ১৫০টি আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে মাত্র ২ জন শিক্ষার্থী। এখানে শূন্য ১৪৮টি আসন। আমজাদ আইডিয়াল কলেজে ১০০টি আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ১৬ জন। শূন্য আসনের সংখ্যা ৮৪। উত্তরখান টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৬০টি আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ৩০ জন। ৩০টি আসন শূন্য। সাউথ বানসিড়ি মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৪৫০টি আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ২৯ জন। শূন্য আসন রয়েছে ৪২১টি।

ধানমণ্ডিতে অক্সফোরডান ল্যাবরেটরি কলেজে ৪৫০টি আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ১০ জন। ৪৪০টি আসন শূন্য। এই কলেজের অধ্যক্ষ জানান, তার কলেজের অনুমোদন মাত্র দুই বছরে পদার্পণ করেছে, তাই শিক্ষার্থী কম।

কাকলি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৪৫০টি আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ৩৯ শিক্ষার্থী। সরকারি সংগীত কলেজে ২০০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ২৩ জন। ১৭৭টি আসন শূন্য। আনোয়ারা মান্নাফ গার্লস্ কলেজের ১৫০টি আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ৪১ জন। ১০৯টি আসন শূন্য। হাজী কলেজে ২০০ আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ৫ জন। ১৯৫টি আসন শূন্য। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই কলেজের একজন শিক্ষক আমাদের সময়কে বলেন, অনলাইনে ভর্তিতে তারা কোনো শিক্ষর্থী পাননি।

ঢাকা বোর্ডের আরেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইপিএইচ স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১৭০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ১৩ জন। ঢাকা গোল্ডেন কলেজে ১৫০ আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ৪৪ জন। উইনসাম কলেজের ৪০০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ৪৪ জন। বাংলাদেশ আইডিয়াল কলেজে ২০০ আসনের বিপরীতে ভর্তি ২৪ জন। ঢাকা ইডেনব্রু ইন্টারন্যাশনাল কলেজে ২১০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ৩৩ জন। রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১৭০ আসনে ভর্তি ৩৬ জন। বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১২০ আসনে ভর্তি ৪৪ জন। বিসিআই কলেজে ১৭০ আসনে ভর্তি ১৮ জন। বারসাতিল মডেল কলেজে ১২০ আসনে ভর্তি ২৯ জন। ধানমণ্ডি কলেজে অনুমোদিত আসনের সংখ্যা ৩০০টি। এবার ভর্তিশূন্য। বোর্ডের তালিকায় দেওয়া এই কলেজের ফোন নম্বরে যোগাযোগ করে কাউকে পাওয়া যায়নি। আহসানিয়া মিশন কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড বিজনেস স্টাডিজে ১১০টি আসনের বিপরীতে ভর্তি ৩৬ জন। লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি বয়েজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৭০টি আসনের মধ্যে ভর্তি ৪৭ জন।

অনুমোদিত আসনে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীও ভর্তি হয়নি: ঢাকা উইমেনস কলেজে আসন ৪৯০টি, ভর্তি ১৬৬ জন। মিরপুর বাংলা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে আসন ২১০টি, ভর্তি ৮০ জন। গুলশান কলেজে আসন ৩০০টি, ভর্তি ১৩৬ জন। মেহেরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে আসন ১৭০টি, ভর্তি ৬৬ জন। স্টামফোর্ড কলেজে আসন ৫৪০টি, ভর্তি ১৫০ জন। কিশলয়া বালিকা বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজে ১৭০টি আসন, ভর্তি ৬৭ জন। বাড্ডা আলতাফুন্নেছা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসন ২১০টি, ভর্তি ৯২ জন। মিরপুরের বশিরুদ্দিন আদর্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসন ১৭০টি, ভর্তি ৭৩ জন। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসন ৯০০টি, ভর্তি ৪৩৮ জন। ঢাকা পাবলিক কলেজে আসন ৩২০টি, ভর্তি ৭৮ জন। নিকুঞ্জ মডেল কলেজে আসন ৪৩০টি, ভর্তি ১২৯ জন। ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজে আসন ৪৫০টি, ভর্তি ১৯৫ জন। শুধু ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নয়, অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডেও একই ধরনের চিত্র পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

কলেজগুলোয় শিক্ষার্থী কম ভর্তি হওয়ার কারণ সম্পর্কে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, একে তো অনলাইনে ভর্তি। আরেক হলো, এখন কেউ আর নাম দেখে ভর্তি হয় না কলেজে। অভিভাবকরা সচেতন। কোনটির বিগত ফলাফল কী সেগুলো বিবেচনা করেন। আরেকটি কারণ, এখন বাসায়-বাসায় গিয়ে মার্কেটিং করে কলেজগুলো শিক্ষার্থী টানতে পারছে না। একই মহল্লায় একাধিক কলেজ কেন থাকবে– প্রশ্ন রাখেন এই শিক্ষাবিদ। তিনি বলেন, এখন টাকা হলেই স্কুল-কলেজ খোলা যায়। প্রস্তাবিত এলাকায় সেটার দরকার আছে কী নেই তা যাচাই করার চেয়ে দেখা হয় কোনো এমপি-মন্ত্রীর দাবি ইত্যাদি। এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মাহবুবুর রহমান গতকাল আমাদের সময়কে বলেন, বোর্ড এসব কলেজের তথ্য সংগ্রহ করেছে। সাইনবোর্ডসর্বস্ব কলেজগুলোর বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতামত নেবে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পেছনে যে শক্তিই থাক না কেন, ব্যবস্থা নিতে হবে।